সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বাণভট্ট ঃ

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাদের শিরোমণি হলেন কবি সাহিত্যিক তিনি কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট, আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর ১ম অর্ধে বাণভট্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। বাণভট্টের উপাধি ছিল বশ্যবাণী কবিচক্রবর্তী। বাণভট্টের স্বরচিত আত্মকথা এবং তাঁর রচিত দুটি হর্ষচরিত ও কাদম্বরীতে কবির জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়, বাণভট্ট বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর জনকের নাম হল, পিতা চিত্রভানু ও মাতা রাজদেবী। অল্পবয়সে মাতৃহীন বাণভট্ট পিতৃস্নেহে লালিত হন। কিন্তু কিশোর বয়সে পিতাকেও হারান। স্বাভাবিক ভাবেই খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন ভবঘুরে ও অস্থিরচিত্ত চঞ্চল স্বভাবের। ড: সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বাণভট্ট সম্পর্কে আলোচনায় দেখিয়েছেন যে অল্প বয়স থেকেই বাণভট্ট সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে এক বিচিত্রধর্মী ব্যক্তির অধিকারী ব্রাহ্মণ শিক্ষার অযোগ্য হীন রূপে বাণভট্ট কিশোর বয়সে দেশান্তর দেখার কৌতূহলে কয়েকজন বালক নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে তিনি সভাকবি রূপে হর্ষবর্ধনের সভায় আতিথ্য পান। নানা দেশে দেশে নানা বিদ্যা চর্চা করে বহু জ্ঞানী গুণীর সান্নিধ্যে এসে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তারই কাব্য-সুষমামণ্ডিত রূপ দেখা গেছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

বাণভট্টের রচনা ঃ বাণভট্টের প্রথম রচনা বলে পরিচিত যে গ্রন্থটি সেটি স্থানেশ্বরের অধিপতি সম্রাট হর্ষবর্ধনের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা হর্ষচরিত। এই গ্রন্থটি বা কাব্যটিতে হর্ষবর্ধনের

NOVEMBER 22 MONDAY 1999

পিতা প্রভাকরবর্ধনের থেকে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধনের রাজ্যলাভ, ভগিনী রাজ্যশ্রীর বিবাহ, মালবরাজ কর্তৃক রাজ্যশ্রীর স্বামীর নিধন, রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা, গৌড়রাজের বিশ্বাস-ঘাতকতায় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা, রাজ্য-সিংহাসনে আরোহণ ও বিন্ধ্যলোকে মালবরাজের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া রাজ্যশ্রীর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের মিলনে কাব্যটির পরিসমাপ্তি। হর্ষচরিত বাণভট্ট দ্বারা অসমাপ্ত। তিনি মনে করেন যে ভারতবর্ষ বিষয়ে প্রত্য-ক্ষাতে স্পষ্ট করে বলেছেন মহামতি হর্ষের মহান চরিত্রের সম্পূর্ণ দিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই বিরাট মানুষের কয়েকটি দিক কবি তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট করেছেন। প্রকৃতি বর্ণনায়, বৈচিত্র্য কল্পনায় উৎকর্ষ ভঙ্গিতায় এবং অলঙ্করণের মাধুর্যে সংস্কৃত সাহিত্যে এক মহান সৃষ্টি রূপে অভিনন্দিত হয়ে আসছে।

বাণভট্ট 'চণ্ডীশতক' নামে একটি স্তোত্র কাব্যরচনা করেছিলেন। তবে সেটি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাণভট্টের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর 'কাদম্বরী' কাব্যের জন্য। অনেকে মনে করেন কাদম্বরী কবির প্রথম আত্মকাহিনী। কাদম্বরীর উৎস গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' হলেও যেহেতু বৃহৎকথা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়না। সেই দিক থেকে বলতে গেলে কাদম্বরী বাণভট্টের কল্পিত কাহিনী। সংস্কৃত কথা সাহিত্যের বিচারে কাদম্বরী শুধু অতুলনীয়ই নয়, দ্বিতীয় রহিত।

এই কাব্যে যে প্রেমকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা নায়ক-নায়িকার তিনজন্ম ব্যাপী প্রণয় উপাখ্যান। নায়ক চন্দ্রাপীড় এবং নায়িকা কাদম্বরী; এর পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু বৈশম্পায়ন ও কাদম্বরীর সখী মহাশ্বেতার প্রণয় কাহিনীও।

~~([illegible] কাহিনী বর্ণনা)~~।

বানভট্ট কর্তৃক কাদম্বরীও অসমাপ্ত কাব্য। কাদম্বরীকে দেখার পর চন্দ্রাপীড়ের মনে প্রেমানুভূতির প্রকাশ হয় কিন্তু পিতার আদেশে তাকে রাজধানীতে ফিরে আসতে হয়। ওখানে সে কোন কাজে মন বসাতে পারে না। উদাসীন হয়ে থাকে। এই অবস্থায় চন্দ্রাপীড়ের সখী পত্রলেখা একদিন চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরী প্রেমব্যাকুলতার কথা জানায়। বাণভট্ট এই পর্যন্ত রচনা করেছিলেন বলেই জানা যায়। এর পরবর্তী অংশ কবিপুত্র ভূষণভট্টের রচনা বলে অনুমান করা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাকার রূপে খ্যাত বাণ তাঁর কাদম্বরী কাব্যের জন্যেই অমর হয়ে রয়েছেন। কাদম্বরী শব্দের অর্থ মদিরা। মদিরা পানে মানুষ যেমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে তেমনি কাদম্বরীর কাব্যরস আস্বাদন করে পাঠক সমাজও বিহ্বল, ভাববিভোর হয়ে যায়। এবং এক অলৌকিক আনন্দের জগতে তাদের আমনে উন্মোচিত হয়।

বাণভট্টের বর্ণনার, অত্যাশ্চর্য শক্তি, ভাষার ঐশ্বর্য, শব্দার্থের প্রাচুর্য, কল্পনার মাধুর্য, ভাবের গভীরতা, অলঙ্কার সামগ্রীর বিস্তারে উৎকর্ষ কাব্য রসে আপ্লুত করে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়—

APPOINTMENTS

"কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা ---- চিত্রগুলি ঘন ঘন সংলগ্ন তাহা নহে, এক একটি ছবির চারদিকে প্রচুর কারুকার্য বিশিষ্ট বহু বিস্তৃত ভোমার সোনার ফ্রেম দেওয়া — ফ্রেম সমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।"

— প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে 'কাদম্বরী' নামক রচনা।

—